দেশ নিয়ে কতকথা-৩

জসিম মলিক

৬.

আমি যেমন একদম নিজের জন্য কিছু চাইতে পারি না। কারো কাছে কিছু চাইতে গেলে আমার বুক ফেটে যায়। আসলে চেয়ে না পাওয়ার মতো গানিকর আর কিছু হতে পারে না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার অর্ধেক জীবন গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন, প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন কারো কাছে কখনও চুম্বন প্রর্থনাও করিনি। আমার মা বলত, না চাইলে নাকি মায়েও দুধ দেয় না। কথাটা হয়ত ঠিকই। আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন মা একদিন বলেছিল, তুমি দেখি কখনও পয়সা টয়সা চাওনা। স্কুলে টিফিন খেতে পয়সা লাগে না! আমি সেদিন লাজুক হেসে মাথা নিচু করে থেকেছিলাম। তখনই মা ওই কথাটা বলেছিল। কি জানি যদি ঠিক ঠাক মত নিজেকে গুছিয়ে উপস্থাপন করতে পারতাম তাহলে হয়ত অনেক কিছু পেতাম।

এখনও আমি মানুষের সামনে সহজ হতে পারি না। কেউ কিছু বললে তড়িৎ যে তার উত্তর দিতে হবে সেটাই মাথায় আসে না। প্রথমে সে কি বলল সেটা বোঝার চেষ্টা করি; যখন উত্তর মনে আসে তখন আর তার কোনো মূল্য থাকেনা। কেউ আমার সাথে রসিকতা করলেও আমি কেমন বোকা বনে যাই। রসিকতার উত্তরতো রসিকতা দিয়েই দিতে হয়! অথচ আমি তা পারি না। এজন্য লোকজনকে আমি এড়িয়ে চলতাম। এখনও চলি। এর কারন হচ্ছে আমার চারপাশের লোকজন এত চৌকষ যে আমি তাদের সামনে ক্যাবলা হয়ে যাই। তারপরওকি আমাকে লোকজনের মুখোমুখি হতে হয় না! হয়।

এই যে অনাবাসী জীবন। মনে হয় যেনো এক মাহাসমুদ্রে সাঁতার কাটছি। কোনোদিনও তীরে পৌঁছাবো না। এখানে চেনা লোকজনকেও মাঝে মাঝে অচেনা লাগে। নতুন করে তাদের চেনার চেষ্টা করি। ভাবি আগে কী এর সাথে আমার চেনা জানা হয়েছিল! কেউ কেউ এমন উদ্ভট আচরন করে যে তাক লেগে যায়। এই যেমন সেদিন আমার চেনা একজন তথাকথিত বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে দেখা। আমাদের কারো কারো নিজেকে বিরাট কিছু মনে করার বাতিক আছে। আমারতো মনে হয় একবার বড় কিছু হয়ে গেলে আর বড় হওয়ার সম্বাবনা থাকে না। বরং ছোট থাকলে বড় হওয়ার একটা একটা চাঞ্চ থাকে। এমনিতেই বিখ্যাতদের কাছে থেকে আমি দূরে থাকা নিরাপদ মনে করি। কারন তাদের সাথে আমি কিছুতেই পেরে উঠব না। তারপরও তাকে দেখে আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম। একটু মিষ্টি করে হেসে কাছে বসলাম। আমার আহ্লাদি ভাব দেখে সে বললো, ’কি

ব্যাপার তেল মারতাছেন মনে হয়! আমাকে কী খুশী করার চেষ্টা করতাছেন'! আমি তার দিকে অবাক তাকিয়ে থেকে ভাবলাম লোকটা কী ভীষন ফালতু! বছর কয়েক আগে একবার এক অনুষ্ঠানে এই লোক আমাকে বলেছিলো, অনেক মেয়েই নাকি তার বুকে হুমরি খেয়ে পরার জন্য পাগল। এজন্য সে মেয়ে দেখলে লুকিয়ে থাকে। আমি বললাম, 'কারনটা কি! মেয়েদের আর কি কোনো বুক নাই'! সে বলল, আমার সমান কেউ আছে এই শহরে! সব তো গ্রাম্য!

প্রাসঙ্গিক একটি ঘটনা উলেখ করে বিখ্যাত ব্যক্তির কাহিনী শেষ করছি। উত্তরা পাঁচ নম্বর সেক্টর, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১০ সাল। স্থান কফি ওয়ার্ল্ড। আমরা কয়েকজন বন্ধু বসে আড্ডা দিচ্ছি। বলে রাখা ভাল যে কফি ওয়ার্ল্ডের কফি অতি কুৎসিত। তো আড্ডার এক পর্যায়ে হঠাৎ একজন সেই ব্যক্তিটির প্রসঙ্গ তুলল। আমি তাকে চিনি কিনা জানতে চাইল। আমি বিপদ আঁচ করতে পেরে হ্যাঁ বা না কিছুই না বলে তার তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ওই লোক নাকি তাকে ফেইসবুকে এবং ই-মেইলে আজে বাজে সব প্রস্তাব দিয়েছে। তার কাছে প্রমান আছে। এ জন্য ঘৃনায় সে তাকে বন্ধু লিস্ট থেকে ডিলিট করে দিয়েছে। এ রকম অভিযোগ আরো আছে। এখন কথা হচ্ছে যে মেয়েদের ভয়ে লুকিয়ে থাকে সে কোনো মেয়েদের উত্যক্ত করে সেটাই বোধগম্য নয়!

৭.

যাই হোক এখন দেশ নিয়ে কথা বলা যাক। গত সংখ্যায় 'নী' নামের হাউজওয়াইফটির লাইফ স্টাইল পড়ে ঢাকার রেখা নামে একজন আমাকে ই-মেইল করেন। আরো অনেকেই পক্ষে বিপক্ষে বলেছেন তবে রেখার জীবন সংগ্রাম নিয়ে কিছু বলা যেতে পারে। রেখা সরকারী চাকুরী করেন। থাকেন আজিমপুর সরকারী কোয়ার্টারে। দু'টি সন্তান তার। দু'জনই উদয়ন স্কুলে পড়ে। তিনি ঘুম থেকে উঠেন পাঁচটায়। উঠে বাচ্চাদের জন্য ব্রেকফাষ্ট এবং স্কুলের লাঞ্চ রেডি করেন। নিজের এবং স্বামীর খাবার রেডি করতে হয়। সাতটায় বাচ্চাদের স্কুলে পৌছান। নিজে আটটার মধ্যে বের হয়ে যান। নিজেই অফিস থেকে বের হয়ে বচ্চাদের স্কুল থেকে আনেন। তাদের গোসল করান, ঘুম পারান। ঘরের কাজ, বাইরের কাজ করেন। ছুটির দিনে বাচ্চাদের গানের স্কুল, নাচের স্কুল, আর্টের স্কুল; তারপর বেড়ানো, সামাজিকতা সবই করতে হয়। 'নী'র মতো টিভি সিরিয়াল দেখা, দশটায় ঘুম থেকে উঠা, শাড়ি গয়নার গল্প বা এসএমএসের খেলা করার সময় তিনি পান না। বাংলাদেশে রেখা ইয়াসমিনের মতো হাজারো নারী আছেন যারা এরকম সংগ্রামী জীবন যাপন করছেন। প্রবাসী নারীদের সাথে তাদের জীবন তুলনীয়।

সেদিন সন্ধ্যায় সদ্য দেশ থেকে আসা একজনের সাথে দেখা। আমাকে দেখে বলল, কি ব্যাপার বয়স দেখি কমিয়ে ফেলেছেন। আমি বললাম, কি করব বলেন, কিছু খেতে পারি না। মুখে রোচে

না। ওজন কমে যাচ্ছে। তাই ওরকম মনে হচ্ছে। দেশে যখন ছিলাম দু'মাসে প্রায় সাত পাউন্ড ওজন বেড়ে গিয়েছিল। এখন আবার ফল করছে। সে বলল, সবাই বলে দেশে নাকি খাবারে ভেজাল! আমারতো দেশে গিয়ে যা খাই তাই ভাল লাগে! আমাদেও ওজন বেড়ে তো গেছেই, জামা কাপড় টাইট হয়ে গেছে সবার।

দেশে গেলে অনেকেরই নানা সমস্যা হয়, কেউ কেউ নাকি বিদেশ থেকে পানিও নিয়ে যায়! আমাদের এরকম তো কিছু হয় নি! যেখানে যা পেয়েছি হরদম খেয়েছি। দেশের খাবার বলে কথা! ঢাকার অভিজাত ক্লাব, রেষ্টুরেন্ট থেকে শুরু করে পুরান ঢাকার বিরিয়ানি, এমনকি ফুটপাথের চা, ফুচকা সবই খেয়েছি। কিছু তো সমস্যা হয়নি! বরং এই তো সেদিন টরন্টোর একটা ফাষ্ট ফুডের (চেষ্টার ফ্রাই) দোকান থেকে সমুসা খেয়ে অবস্থা কাহিল হয়ে গিয়েছিল। শাকসব্জীকে মনে হয় ঘাস। অথচ দেশের শাকসব্জীর স্বাদই আলাদা। আর মাছ! মাছ ছাড়া আমার দিনই চলতো না। হেনো কোনো মাছ নেই যা আমি পছন্দ করি না। মাছ হলেই হলো। অথচ সেই আমি এখন ফেজিটারিয়ান হবার কথা ভাবছি। (চলবে)

১০মে, ২০১০

jasim.mallik@gmail.com

Toronto